এগিয়ে আসে - 'আরে বা, ইতনা বড়া মছলি! কাহা মিলারে বা বা বা! রুক রুক রুক হুম, বিলকুল ফ্রেশ রে। এ হে হে হে। দে কে যারে ভাইয়া, বাদ মে পয়সা লেকে যাইও, ঠিক হ্যায়।' লোকটা হাত বাড়ায় মাছের দিকে। ভোলা মাছ ধরা হাতটা পিছনে নিয়ে জানায়, 'না না বিক্রি করুম না, ঘরে বাচ্চাকাচ্চা, পাড়াপতিশি সব খাইবো। আইজ দিবার পারুম না ছ্যার।' মোটা গোঁফওয়ালা স্বাস্থ্যবান লোকটার ভাবগতিক দেখে পিছন পিছন আসা ভিড়টা খানিক দূরে সরে দাঁড়ায়। লোকটা ভোলার হাত থেকে প্রায় কেড়েই নেয় মাছটা। বিশুর চোখ ফেটে জল আসে। ভোলার বুকটা দুঃখে মুচড়ে ওঠে, হাঁ করে সে অভাবনীয় দৃশ্যটির দিকে হাবার মতো চেয়ে থাকে, মাছটা ক্রমেই দূরগামী হয়! অনেকদিন পরে ধোঁয়া ওড়া গরম ভাতের সঙ্গে মাছ ভাজা, মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে সবাই মিলে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে খাওয়ার যে স্বপ্নটা দেখতে দেখতে সে পথ হাঁটছিল অকস্মাৎ চোখের সামনেই সে সাধের স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকে। 'বাদ মে আকে পয়সা লে যানা' বলতে বলতে লোকটা পাশের ঢাল বেয়ে প্রাইমারি স্কুল চত্বরের দিকে উঠে যায়। চত্বরের উপরে আম আর বটগাছের নীচে দু'টি তাঁবু এদের, সাময়িক পুলিশ ক্যাম্প। উপরে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পের ক'টা লোক ঘটনাটি দেখে, হাসে! হইহই করে ওঠে, সে সুবৃহৎ চকচকে মাছটি দেখে নাকি ভোলার হতভম্ব মুখটি অবলোকন করে কে জানে? হতবাক ভোলা বিচারের নাকি সমর্থনের আশায় চারদিকে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পায় না। পুলিশকে দূর থেকেও গাল দেওয়ার সাহস করতে থাকে বিশু!

(৩)

বর্ডার এ গাঁয়ের থেকে মাত্র মাইল পাঁচেক দূর। মাঝেমাঝেই নানা ধরনের গোলমাল পেকে ওঠে, বর্ডার ঘেঁষা অঞ্চলগুলোয়। মাস তিনেক আগে ধনী ব্যবসাদার শ্যামলাল শা'র বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি যা ছিল সব লুঠপাট করে ওর বড়ছেলেসুদ্ধ আরও ক'জন কর্মচারীকে বেধড়ক মেরে হাত-পা ভেঙে দিয়ে গিয়েছে ডাকাতেরা। ছেলেটা মরতে মরতে বেঁচেছে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মাথায় কাঁধে এমন মারাত্মক জখম করেছিল বাঁচারই কথা ছিল না। এখনও শহরের বড় হাসপাতালে ভর্তি আছে সে! তারপর এই পুলিশক্যাম্প বসেছে। প্রতিবারই যখন এমন মারাত্মক কোনও ঘটনা ঘটে চার-পাঁচ মাসের জন্য পুলিশক্যাম্প বসে। আবার সব ঠান্ডা হলে চুপচাপ ক্যাম্প উঠেও যায়! তবে যে ক'দিন ক্যাম্প থাকে ছোটচাষি, দোকানদার সবাই খুশি, ভালোই কেনাকাটা করে পুলিশেরা। টাটকা শাকসব্জি, ডিম, মাছ, মাংস কেনে। গ্রামের দু'চার ঘর সম্পন্ন চাষিরাও নিশ্চিন্ত। পুলিশগুলো বন্দুক নিয়ে টহল মারে, গরু মোষ-সহ, ফেনসিডিল আরও নানা দ্রব্য পাচার বন্ধ থাকে ক'দিন। ক্যাম্প উঠে গেলে আবার নানান বেআইনি ধান্দা শুরু হয়। এ গাঁয়ের উঠতি বয়সের কিছু ছেলেপেলে এইসব আকামে যোগ দিয়েছে শোনা যায়! গ্রামগঞ্জের মানুষও কাঁচা পয়সার লোভে বিগড়োচ্ছে দ্রুত। সবারই মোবাইল চাই, বাইক চাই, ভালো পোশাক চাই! স্ফূর্তি করা চাই। ওই সংকীর্তনের আসর, জমির খাটনি আর তাদের পোষায় না।

তবে যে ক'দিন ক্যাম্প থাকে ছোটচাষি, দোকানদার সবাই খুশি, ভালোই কেনাকাটা করে পুলিশেরা। টাটকা শাকসব্জি, ডিম, মাছ, মাংস কেনে। গ্রামের দু'চার ঘর সম্পন্ন চাষিরাও নিশ্চিন্ত। পুলিশগুলো বন্দুক নিয়ে টহল মারে, গরু মোষ-সহ, ফেনসিডিল আরও নানা দ্রব্য পাচার বন্ধ থাকে ক'দিন। ক্যাম্প উঠে গেলে আবার নানান বেআইনি ধান্দা শুরু হয়

জোটাতে পারে না সে!

বাবার কালো হয়ে যাওয়া মুখের দিকে চেয়ে এক পা-দু'পা করে পিছিয়ে আসে বিশু। গাল বেয়ে গড়িয়ে নামা চোখের জলটুকু মুছে শনশন করে ভাঙা মন্দিরের পিছনের রাস্তা দিয়ে দৌড় লাগায় সোজা নদীর দিকে। অনেকটা দৌড়ে তেঁতুল তলার ঘাটে এসে থামে, পাড় বেয়ে জলের ধারে নেমে চুপ করে খানিক বসে। দুঃখ হোক বা খুব আনন্দ একছুটে নদীর কাছে আসা তার অভ্যাস। কোন সে দুর্দম আবেগ তাকে নদীর ধারে ছুটিয়ে আনে সে সব বোঝে না বিশু। এতটা দৌড়ে আসায় তার বুকটা দ্রুত ওঠানামা করে। বাঁ পকেটের ইটের টুকরোগুলো ছুঁয়ে দেখে সে। তারপর জলে নেমে ঝিরঝির করে বয়ে যাওয়া জল আঁজলা ভরে ভরে পান করে। পাড় বেয়ে উঠে এসে ডানদিকের ডাঙা জমির দিকে হাঁটা লাগায়। বসাক জ্যাঠা এখানে শশা আর মটরশুঁটির চাষ করেছে, ক'দিন আগেই এধারে এসে দেখে গিয়েছে বিশু। ভরদুপুরে জমির ত্রিসীমানায় কেউ কোথাও নেই। গোটাচারেক কচি শশা আর অনেকগুলো মটরশুঁটি ছিঁড়ে গায়ের গেঞ্জি খুলে বেঁধে নেয় বিশু। পাড় বেয়ে আবার নদীর ধারে নেমে অনেকক্ষণ ধরে আরাম করে খায়। খানিক বসে থেকে প্যান্টটা খুলে রেখে জলে ঝাঁপায়। মুখভর্তি জল নিয়ে ফুরফুরে করে ছিটোয়। অনেকটা সময় ধরে নদীর সঙ্গে খেলা

বিশু গুঁড়ি মেরে এগোয় শণের ঝোপের আড়ালে আড়ালে। ঢাল বেয়ে উঠে আসে স্কুলবাড়ির পিছনে, দেওয়াল ঘেঁষে একটু একটু করে ক্যাম্পের কাছাকাছি আসে। নাক তুলে গন্ধ শোঁকে। হুম মাছভাজার সোন্দর গন্ধটা চারপাশে টের পায় বিশু। জিভে জল আসে তার। চোখ দু'টো চকচক করে। খানিক দূর থেকেই সে লক্ষ করে তাঁবুর বাইরে ক্যাম্প খাটের উপর বসে দু'টো লোক ভাত খাচ্ছে। হাফ প্যান্ট পরা একটা লোক চেয়ারে টেবিলে বসে কী সব লিখছে। ওবেলায় বাবার হাত থেকে মাছ কেড়ে নেওয়া লোকটাকে খুঁজতে থাকে তার বাজপাখির মতো চোখজোড়া। হুম ওই যে, মোটা গোঁফওয়ালা লোকটা আমগাছের পাশের তাঁবুর ধারে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন গল্প করছে হেসে হেসে। ভালো করে লক্ষ্যস্থির করে বিশু। তারপর ওর মাথা টিপ করে ছোড়া ইটের টুকরোটা উড়ে যায় সাঁইই ...। খট করে একটা শব্দ তারপরই 'আরে বাপ্ রে, হায় রামজি মর গয়া রে' চিৎকারটা শুনেই ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে শণের ঝোপের পিছনে এসে একমুহূর্ত দাঁড়ায় ও, তারপর শাঁ শাঁ করে দৌড় লাগায় ঘরের দিকে। তৃপ্তির হাসি তার মুখে, বিড়বিড় করে তার ঠোঁটজোড়া, 'শালা মাছ খা, ভালো কইরা মাছ খা।'

(অঙ্কন-অভি)

অণুগল্প

আর এক ফাল্গুন

দেবায়ন চৌধুরী

খুব ভালো নাটক করত কাঞ্চনদা। সুন্দর চেহারা। ফর্সা। গোলগাল। প্রচুর চুল ছিল মাথায়। মিঠুন স্টাইল। প্রতিবার শীতের শুরুতে সাইকেল নিয়ে ঘুরে ঘুরে নাটকের ছেলে জোগাড় করত। ছোট্ট একটা পানের দোকান ছিল বাজারে। কখনও যেতাম এমনি দেখা করতেই। পানে জর্দা ঢালতে ঢালতে বলত, 'এখনও নাটকের স্ক্রিপ্ট পুরো মুখস্থ হয়নি রে। রাতে ফিরে এত ক্লান্ত থাকি...'।

মহড়ার দিনগুলিতে দোকান বন্ধ করে দিত তাড়াতাড়ি। সব্বার আগে পার্ট আত্মস্থ করে ফেলত আর দোকানের লোকসানের কথা উঠলেই খুব হাসত। সে হাসির তুলনা একমাত্র উত্তমকুমার।

গতবারও নাটকে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল কাঞ্চনদা। বার্ষিক অনুষ্ঠানের পর পাড়ায় কান পাতলে প্রতিবার শোনা যেত 'ফাল্গুনে বিকশিত'...।

সেদিন হঠাৎ শুনতে পেলাম কাঞ্চনদা আর নেই। পানের দোকান থেকে মহড়ায় আসার সময় পিছন থেকে একটা ট্রাক ... আমি অনেক দূরে যেখান থেকে শৈশবের শহরে শেষযাত্রায় পৌঁছে যাওয়া যায় না। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। ভোরবেলায় স্বপ্ন দেখলাম শীতকুয়াশার মঞ্চে নরক গুলজার নাটকে চিত্রগুপ্তের রোল ফাটিয়ে করছে কাঞ্চনদা। বিধাতা মুচকি হাসছেন!

ব্যুমেরাং

বিশ্বজিৎ মজুমদার

বাসে ভালোই ভিড়। তবে জায়গা পেয়ে গেলাম। একজন পরিচিত ডেকে নিয়ে বসাল। বাস চলছে। পিছনের সিটে বেশ কয়েকজন বসে আছে। কয়েকজন যাত্রী পরের স্টপে উঠতেই পিছন থেকে কেউ বলল, এই যে দাদা এদিকে আসুন, এখানে হয়ে যাবে। ভদ্রলোক সেখানে বসার পরই একজন বলে উঠল, দেখুন, আমরা ছেলেরা ঠিক জায়গা করে দিলাম, কিন্তু মেয়েরা হলে এই জায়গাটা দিত না। এ ছাড়াও আরও নানা আজে বাজে কথা বলতে লাগল। মহিলাদের সম্পর্কে এ সব কথা শুনতে ভালো লাগছিল না। ওই লোকটির সঙ্গে অন্য লোকগুলোও বলাবলি করছিল, মেয়েরা চিরকাল স্বার্থপর। একজন বলল, অন্যকে বসতে দেওয়া তো দূরের কথা, লেডিজ সিটের সামনে তো দাঁড়াতেই দেয় না।

ওদের এ সব কথাবার্তা ভালো লাগছিল না। তবে কিছু বলতেও পারছিলাম না। আবার ঝগড়াঝাঁটি লেগে যেতে পারে। লোকগুলোকে দেখে তো শিক্ষিতই মনে হচ্ছে।

বাস এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ পিছনের একটি লোক খুব জোরে কাশতে লাগল। বোধ হয় পান-জর্দা খেতে গিয়ে বিষম লেগেছে। তাকিয়ে দেখলাম, সেই লোকটি যে কিনা এতক্ষণ মহিলাদের নামে নানা কুকথা বলছিল। হঠাৎ একজন মহিলা এগিয়ে এসে ব্যাগ থেকে জলের বোতল এগিয়ে দিল। জল খাওয়ার পর লোকটি ধাতস্থ হল। মহিলাটি বলল, কী এখন ভালো লাগছে দাদা? লোকটি এরপর মাথা নীচু করেই থাকল বাকি রাস্তা।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক